34817 - শির্কের স্বরূপ ও এর প্রকারগুলো কি কি?

প্রশ্ন

অনেক সময় আমি পড়ি: “এই কর্মটি বড় শির্ক, এটি ছোট শির্ক” । তাই এ দুটোর পার্থক্য কি একটু স্পষ্ট করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

অতি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বান্দা শির্কের অর্থ, এর ভয়াবহতা ও এর প্রকারগুলো অবগত হওয়া; যাতে করে তার তাওহীদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, তার ইসলাম নিরাপদ থেকে এবং তার ঈমান আনা সহিহ হয়। আল্লাহ্‌র কাছে তাওফিক প্রার্থনা করে আমরা শুরু করছি:

জেনে রাখুন -আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়েত লাভের তাওফিক দিন- শির্কের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: কোন অংশীদার গ্রহণ করা। অর্থাৎ একজনকে অপরজনের অংশীদার বানানো। যেমন দুইজনের মাঝে যৌথভাবে করা হলে বলা হয়: أشرك بينهما কিংবা যখন কোন একটি বিষয়ে দুইজনকে অংশীদার করা হয় তখন বলা হয়

أشرك في أمره غيره

পক্ষান্তরে, শরয়ি পরিভাষায় শির্ক হল: আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন অংশীদার (شريك) বা সমকক্ষ (ند) নির্ধারণ করা; আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যতের ক্ষেত্রে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে।

ند হলো: সমকক্ষ ও সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা ند (সমকক্ষ) গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে তাঁর ند (সমকক্ষ) হিসেবে গ্রহণ করে কুরআনের অনেক আয়াতে তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

البقرة / 22

তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। অথচ তোমরা জান (আল্লাহ্ই স্রষ্টা, তিনিই রিজিকিদাতা..)।”[সূরা

বাক্বারা, আয়াত: ২২] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

إبراهيم / 30

তারা আল্লাহ্র পথ থকেে বচ্যিুত করার জন্য তাঁর বহু সমকক্ষ বানয়িে নয়িছে। আপনি বলুন, তোমরা উপভোগ করতে থাক। তোমাদরে গন্তব্য হচ্ছে অগ্নি।)[সূরা ইব্রাহমি, আয়াত: ৩০]

হাদসিে এসছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে আল্লাহ্র সাথে অপর কোন সমকক্ষকে ডাকে সে অগ্নতিে প্রবশে করবে।’[সহহি বুখারী (৪৪৯৭) ও সহহি মুসলমি (৯২)]

শর্কিরে প্রকারভদে:

কুরআন-সুন্নাহ্র দ্ব্যর্থহীন দললিগুলো প্রমাণ করে যে, শর্কি কখনও কখনও ইসলাম থকেে খারজি করে দয়ে। আবার কখনও কখনও ইসলাম থকেে খারজি করে না। তাই আলমেগণ শর্কিকে দুইভাগে ভাগ করার পরভিাষা গ্রহণ করছেনে: বড় শর্কি ও ছোট শর্কি। এখন আমরা প্রতটিি প্রকাররে পরচিয় তুলে ধরব।

এক: বড় শর্কি:

যটোি নরিটে আল্লাহ্র অধকিার এমন কোন অধকিার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে প্রদান করা; সটো আল্লাহ্র রুবুবয়িত (প্রভুত্ব)-র ক্ষত্রেে হোক, কংিবা উলুহয়িত (উপাসত্ব)-এ হোক, কংিবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষত্রেে হোক।

এ প্রকাররে শর্কি কখনও প্রকাশ্য হতে পার: যমেন- মূর্তি ও প্রতমিাপূজারীদরে শর্কি কংিবা কবর, মৃতব্যক্তি ও অনুপস্থতি ব্যক্তি-পূজারীদরে শর্কি।

আবার কখনও কখনও অপ্রকাশ্যও হতে পার: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব উপাস্যরে উপরে যারা তাওয়াক্কুল কর, কংিবা মুনাফকিদরে শর্কি ও কুফররে মত। কনেনা মুনাফকিদরে শর্কি যদওি বড় শর্কি, ইসলাম থকেে খারজি কারী শর্কি, এই শর্কিকারী স্থায়ী জাহান্নামী; কন্তিু এটি গোপন। যহেতেু তারা বাহ্যতঃ ইসলাম প্রকাশ করে এবং কুফর ও শর্কি গোপন রাখে। তাই তারা গোপনে মুশরকি; প্রকাশ্যে নয়।

এই শর্কি কখনও কখনও বশ্বিাসগত বষিয়গুলোতে হতে পার: যমেন ঐ সব লোকদরে বশ্বিাস যারা বশ্বিাস করে যে, এমন কছিু সত্তা রয়ছেে যারা আল্লাহ্র সাথে সৃষ্টি কর, জীবন দয়ে, মৃত্যু দয়ে, মালকিানা লাভ করে এবং এ বশ্বি পরচিালনা করে।

কংিবা এমন বশি্বাস যারা করে যে, এমন কছিু ব্যক্তি রয়ছেে যারা আল্লাহ্র মত নঃিশর্ত আনুগত্য প্রাপ্য। ফলে তারা সসেব ব্যক্তি যা হালাল করে ও যা হারাম করে সক্ষেত্রে তাদরে আনুগত্য কর;ে এমনকি সগেুলো যদি রাসূলদরে শরয়িতরে বপিরীত হয় তবুও।

কংিবা আল্লাহ্র ভালবাসা ও আল্লাহ্কে সম্মানপ্রদর্শনরে ক্ষত্রেে শরি্ক: অর্থাৎ আল্লাহ্কে যভোবে ভালোবাসে কোন মাখলুককে ঠকি সইেভাবে ভালোবাসা। এটি এমন শরি্ক যা আল্লাহ্ ক্ষমা করবনে না। এই শরি্ক সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "মানুষরে মধ্যে এমন কছিু মানুষ রয়ছেে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য শরীকদরেকে আল্লাহ্র মত ভালোবাস"ে [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৬৫]

কংিবা এমন বশি্বাস য,ে আল্লাহ্র সাথে আরও এমন কছিু মানুষ আছে যারা গায়বে জান।ে কছিু কছিু পথভ্রষ্ট ফরিকার মধ্যে এ শরি্কটি অধকি বদি্যমান; যমেন- রাফযেিদরে মধ্য,ে চরমপন্থী সুফদিরে মধ্য,ে চরমপন্থী বাতনেীদরে মধ্য।ে যহেতেু রাফযেরিা তাদরে ইমামদরে ব্যাপারে বশি্বাস করে য,ে তারা গায়বে জান।ে অনুরূপ বশি্বাস বাতনেীরা ও সুফরিা তাদরে আউলয়িাদরে ব্যাপারে বশি্বাস কর।ে

কংিবা এমন বশি্বাস করা য,ে এমন কছিু ব্যক্তি রয়ছেে যারা এমন অনুগ্রহ করনে; যে অনুগ্রহ কবেল আল্লাহ্ই করতে পারনে। অর্থাৎ তারাও আল্লাহ্র মত অনুগ্রহ কর— গুনাহ মাফ করার মাধ্যম,ে বান্দাদরেকে ক্ষমা করে দয়োর মাধ্যম,ে তাদরে গুনাহগুলোকে উপক্ষো করার মাধ্যম।ে

এই শরি্ক কখনও কখনও বাচনকিও হতে পার:ে যমেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসত্তার কাছে প্রার্থনা করল, অন্যসত্তার কাছে বপিদমুক্তরি দোয়া করল, অন্যসত্তার কাছে সাহায্য চাইল, অন্যসত্তার কাছে আশ্রয় চাইল; যগেুলোর ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নইে; এই অন্যসত্তা নবী হোক, ওলি হোক, ফরেশেতা হোক, জ্বনি হোক কংিবা অন্য কোন মাখলুক হোক। নশি্চয় এটি বড় শরি্ক ও ইসলাম থকেে খারজিকারী।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামকে নয়িে ঠাট্টা করল কংিবা আল্লাহ্কে তার সৃষ্টরি সাথে তুলনা দলি কংিবা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন স্রষ্টা, জীবকিাদাতা বা পরচিালনাকারী সাব্যস্ত করল—

এ সবগুলো বড় শরি্ক ও জঘন্য গুনাহ; যা ক্ষমা করা হবে না।

আবার এ শরি্ক কখনও কখনও কর্মে হয়ে থাক:ে যমেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসত্তার জন্য জবাই কর,ে নামায পড়ে কংিবা সজেদা দয়ে, কংিবা আল্লাহ্র বধিানরে বপিরীত বধিান দয়ে এবং মানুষরে জন্য সগেুলোকে আইন হসিবেে জারী কর,ে সে সব আইনরে কাছে বচিার চাওয়ার জন্য মানুষকে বাধ্য কর।ে অনুরূপভাবে যারা মুমনিদরে বরিুদ্ধে কাফরেদরেকে ও তাদরে মত্রিদরেকে সহযোগতিা করে। অনুরূপ আরও যে সব কর্ম মূল ঈমানরে সাথে সাংঘর্ষকি এবং সে সব কর্মে লপ্তি হওয়া

ইসলাম থকেে খারজি করে দয়ে। আমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও নরিাপত্তা প্রার্থনা করছ।ি

দুই: ছোট শর্কি:

প্রত্যকে এমন সব বষিয় যা বড় শর্কিরে মাধ্যম কংিবা শরয়িতরে দললিে যে বষিয়গুলোকে শর্কি হসিবেে উল্লখে করা হয়ছে;ে কন্িতু সগেুলো বড় শর্কিরে গণ্ডভিুক্ত নয়।

অধকিাংশ ক্ষত্রেে এই শর্কি দুই দকি থকেে সংঘটতি হয়ে থাক:ে

১। এমন কছিু উপায়-উপকরণরে সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দকি থকেে আল্লাহ্ তাআলা যে সব উপায়-উপকরণরে অনুমতি দনেনি।ি যমেন- হাতরে কব্জ,ি পুতি বা এ ধরণরে কছিু এ বশি্বাস নয়িে লটকানো য,ে এগুলো সুরক্ষার উপকরণ কংিবা এগুলো বদনজরকে প্রতহিত কর।ে অথচ আল্লাহ্ তাআলা এগুলোকে এসবরে উপকরণ বানাননি; না শরয়িতরে বধিান হসিবে;ে আর না তাকদীররে নয়িম হসিবে।ে

২। কছিু কছিু জনিসিকে এমন সম্মান প্রদর্শন করার দকি থকে;ে তবে এমন সম্মান যটো ঐ জনিসিকে রুবুবয়িতরে পর্যায়ে পৌঁছায় না। যমেন- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসত্তার নামে কসম করা কংিবা ‘যদি আল্লাহ্ ও অমুক না হত’ এভাবে বলা এবং এ ধরণরে অন্যান্য কথা।

আলমেগণ শরয়িতরে দললি-প্রমাণে উদ্ধৃত বড় শর্কি থকেে ছোট শর্কিকে আলাদা করার জন্য কছিু নীতমিালা নর্িধারণ করছেনে। এই নীতমিালার মধ্যে রয়ছে:ে

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্কিারভাবে উল্লখে করা য,ে এই কর্মটি ছোট শর্কি। যমেন মুসনাদে আহমাদে (২৭৭৪২) এসছে:ে মাহমুদ বনি লাবদি থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “আমি তোমাদরে জন্য সবচয়েে বশেি ভয় করি ছোট শর্কিরে। সাহাবায়ে করোম বললনে: ছোট শর্কি কি? তনিি বললনে: রয়িা (প্রদর্শনচেছা)। নশি্চয় আল্লাহ্ তাআলা যে দনি তার বান্দাদরেকে তাদরে আমলরে প্রতদিান দবিনে সইে দনি বলবনে: তোমরা দুনয়িাতে যাদরেকে প্রদর্শন করার জন্য আমল করতে তাদরে কাছে যাও। গয়িে দখে তাদরে কাছে কোন প্রতদিান পাও কনি?া’[আলবানী আস-সলিসলিাতুস সাহহিা গ্রন্থে (৯৫১) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

২. কুরআন-হাদসিে شرك (শর্কি) শব্দটি أل বহিীন نكرة হসিবেে উদ্ধৃত হওয়া। এ ধরণরে প্রকাশভঙ্গরি মাধ্যমে অধকিাংশ ক্ষত্রেে ছোট শর্কি উদ্দশ্যে করা হয়। এর অনকে উদাহরণ রয়ছে।ে যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: إن الرقى والتمائم والتِّوَلَة شرك “নশি্চয় ঝাড়ফুঁক, তামীমা (তাবজি-কবচ-মাদুলি), তওিয়ালা (বশীকরণ ও বদ্বিষেন মন্ত্র) শর্কি”।[সুনানে আবু দাউদ (৩৮৮৩), আলবানী সলিসলিাতু সাহহিা গ্রন্থে (৩৩১) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে] এ হাদসিে শর্কি দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ-ে ছোট শর্কি; বড় শর্কি নয়।

তামীমা (তাবজি-কবচ-মাদুলী): এমন কছিু যা বাচ্চাদরে গায়ে ঝুলানো হয়; যমেন- পুতি বা এ জাতীয় অন্য কছিু। তারা ধারণা করে যে, এটি বাচ্চাকে বদনজর থকেে রক্ষা করবে।

তওিয়ালা: এমন কছিু যা তরৈী করা হয় এ ধারণা থকেে যে, এটি স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ও স্ত্রীর কাছে স্বামীকে প্রয়িভাজন করবে।

৩. সাহাবায়ে করোম শরয়িতরে দললিগুলো এই বুঝ বুঝা যে, এখানে শর্কি দ্বারা ছোট শর্কি উদ্দশ্যে; বড় শর্কি নয়। নঃিসন্দহেে সাহাবায়ে করোমরে বোধ ধর্তব্য। কারণ তারা আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধকি অবগত এবং শরয়িত প্রণতোর উদ্দশ্যে সম্পর্কে অধকি অবহতি। এর উদাহরণ হচ্ছে যা আবু দাউদ বর্ণনা করছেনে (হাদসি নং ৩৯১০) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকেে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে; "তনিি বলনে: কুলক্ষণে বশি্বাস করা শর্কি। কুলক্ষণে বশি্বাস করা শর্কি। তনিবার বলছেনে। আমাদরে মধ্যে যে কউেই এতে লপি্ত হয়। কন্িতু তাওয়াক্কুলরে মাধ্যমে আল্লাহ্ এটাকে দূর করে দনে।" এই হাদসি: "আমাদরে মধ্যে যে কউেই এতে লপি্ত হয়..." এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর কথা; যমেনটি উল্লখে করছেনে বড় বড় মুহাদ্দসিগণ। এতে প্রমাণতি হয় যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) বুঝছেনে যে, এটি ছোট শর্কি। কনেনা "আমাদরে মধ্যে যে কউেই বড় শর্কিে লপি্ত হয়" তনিি এমনটি উদ্দশ্যে করতে পারনে না। তাছাড়া বড় শর্কি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল দ্বারা দূরীভুত হয় না; বরং তাওবা দ্বারা দূরীভুত হয়।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্কি বা কুফর শব্দকে এমন কছিু দয়িে তাফসরি করা যার থকেে প্রমাণতি হয় যে, এর দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে- ছোট শর্কি; বড় শর্কি নয়। যমেনটি যায়দে বনি খালদে আল-জুহানী থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বৃষ্টপিাতরে পর হুদায়বয়িাতে আমাদরে নয়িে ফজররে নামায আদায় করলনে। নামায শষে করে তনিি লোকদরে দকিে ফরিে বললনে: তোমরা কি জানো, তোমাদরে প্রভু কী বলছেনে? তাঁরা বললনে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জাননে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে, তনিি বলছেনে: আমার বান্দাদরে মধ্যে কউে কউে আমার প্রতি মু'মনি হয়ে ভোরে উপনীত হয়ছে। আর কউে কউে কাফরে হয়ে ভোরে উপনীত হয়ছে। যে বলছে: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ (আমরা আল্লাহর করুণা ও রহমতে বৃষ্টি লাভ করছে) সে আমার প্রতি মু'মনি (বশি্বাসী) ও নক্ষত্ররে প্রতি কাফরে (অবশি্বাসী)। আর যে বলছে, অমুক অমুক নক্ষত্ররে প্রভাবে আমাদরে উপর বৃষ্টপিাত হয়ছে, সে আমার প্রতি কাফরে (অবশি্বাসী) ও নক্ষত্ররে প্রতি মু'মনি (বশি্বাসী)।"[সহহি বুখারী (১০৩৮) ও সহহি মুসলমি (৭১)]

এই হাদসিে কুফররে তাফসরি কী সটো অন্য একটি রওেয়ায়তেে এসছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: তোমরা কি জানো না তোমাদরে রব কি বলছেনে? তনিি বলছেনে: আমি যখনই আমার বান্দাদরে উপর কোন নয়োমত নাযলি করি, তখনই তাদরে একদল এই নয়োমতকে কুফুরী (অস্বীকৃতি) করে এবং বলে যে, নক্ষত্র ও নক্ষত্ররে প্রভাবে আমরা নয়োমত পয়েছে।" এখানে স্পষ্ট করে দয়ো হল যে ব্যক্তি বৃষ্টপিাতকে নক্ষত্ররে দকিে এই দকি থকেে সম্পৃক্ত করে যে, নক্ষত্রগুলো বৃষ্টপিাতরে কারণ অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা নক্ষত্রগুলোকে

এর কারণ বানাননি সক্ষেত্রে এই ব্যক্তরি এ কুফুরীটি হচ্ছে আল্লাহ্র নয়োমতরে কুফুরী (অস্বীকৃতি)। আর এটি সুবদিতি যে, কোন নয়োমতকে অস্বীকার করাটা ছোট শর্রিক। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বশ্বিাস করে যে, নক্ষত্রগুলোই বশ্বিজাহান নয়িন্ত্রণ করে, এগুলোই বৃষ্টপিাত করে তাহলে সটো বড় শর্রিক।

ছোট শর্রিক কখনও কখনও প্রকাশ্য হতে পারে; যমেন- চুড়ি, সুতা, তাবজি-কবচ-মাদুলি ইত্যাদি পরা।

আবার অপ্রকাশ্যও হতে পারে; যমেন- সূক্ষ্মাতসিূক্ষ্ম রয়িা (প্রদর্শনচ্ছো)।

তমেনভিাবে ছোট শর্রিক বশ্বিাসশ্রণেীয় বষিয়ে হতে পারে:

যমেন কউে কোন কছিু ব্যাপারে এই বশ্বিাস করল যে, এটি কল্যাণ আনয়ন করে ও অকল্যাণ দূর করে; অথচ আল্লাহ্ তাআলা এর মধ্যে এমন কোন উপকরণ রাখনেনি। কংিবা কোন কছিুতে বরকত আছে বলে বশ্বিাস করা; অথচ আল্লাহ্ তাতে বরকত রাখনেনি।

ছোট শর্রিক কখনও কখনও কথাবার্তায়ও হতে পারে:

যমেন যারা বলছেলি যে, আমরা অমুক অমুক নক্ষত্ররে প্রভাবে বৃষ্টি লাভ করছে;ি তবে তারা এমন বশ্বিাস করনেি যে, নক্ষত্রগুলো নজিরো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি নাযলি করে। কংিবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নামে কসম করছে;ে তবে সইে সত্তা আল্লাহ্র সম মর্যাদাবান এমন বশ্বিাস ব্যতরিকে। কংিবা যে ব্যক্তি বলল: আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চান; ইত্যাদি।

ছোট শর্রিক কখনও কখনও কর্মরে মাধ্যমওে হতে পারে:

উদাহরণত যে ব্যক্তি কোন রোগমুক্তরি জন্য কংিবা রোগ থকেে দূরে থাকার জন্য তাবজি-কবচ লটকায় কংিবা চুড়ি পরে কংিবা সুতা পর।ে কারণ প্রত্যকে যে ব্যক্তি কোন কছিুকে অন্য কছিু জনিসিরে কারণ হসিবেে সাব্যস্ত করল; অথচ আল্লাহ্ তাআলা সটোকে ঐ জনিসিরে কারণ বানাননি; না শরয়ি বধিান হসিবে;ে আর না তাকদীররে নয়িম হসিবে— সইে শর্রিক করল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বরকত লাভরে আশায় এমন কছিুকে স্পর্শ করল আল্লাহ্ যাতে বরকত রাখনেনি; যমেন- মসজদিরে দরজাগুলোকে চুম্বন করা, কংিবা মসজদিরে চৌকাঠ স্পর্শ করা, কংিবা মসজদিরে মাটকিে ঔষধ হসিবেে ব্যবহার করা, ইত্যাদি অন্যান্য কর্ম।

এটি শর্রিকরে দুটো প্রকার ছোট শর্রিক ও বড় শর্রিক সম্পর্কে সংক্ষপ্তি আলোচনা। এই সংক্ষপ্তি জবাবে বস্তিারতি আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

উপসংহার:

একজন মুসলমিরে উপর কর্তব্য ছোটে শর্কি বা বড় শর্কি সকল শর্কিরে ব্যাপারে সাবধান থাকা। কনেনা শর্কি হচ্ছে- আল্লাহ্র সবচয়েে বড় অবাধ্যতা, তাঁর অধকিারে সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহ্র অধকিার হচ্ছে- নরিঙ্কুশভাবে তার ইবাদত করা।

আল্লাহ্ তাআলা মুশরকিদরে জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকাকে আবশ্যক করছেনে এবং জানয়িছেনে যে, তনিি তাদরেকে ক্ষমা করবনে না। তাদরে জন্য জান্নাতকে হারাম করে দয়িছেনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً

النساء / 48

(নশ্চিয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শর্কি করাকে ক্ষমা করবনে না। এর চয়েে লঘু গুনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দবিনে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শর্কি করে সে মহা পাপে লপ্তি হয়।)[সূরা নসিা, আয়াত: ৪৮]

তনিি আরও বলনে:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ المائدة / 72

(নশ্চিয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শর্কি করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দয়িছেনে। জাহান্নামই তার আবাসস্থল। আর জালমিদরে কোন সাহায্যকারী নইে।)[সূরা মায়দিা, আয়াত: ৭২]

তাই প্রত্যকে আকলবান ও দ্বীনদার ব্যক্তরি উপর আবশ্যক নজিরে ব্যাপারে শর্কিে লপ্তি হওয়াকে ভয় করা এবং নজিরে প্রভুর কাছে শর্কি থকেে মুক্ত থাকার জন্য দোয়া করা যমেনভিাবে ইব্রাহমি (আঃ) দোয়া করে বলছেনে:

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ

إبراهيم / 35

আমাকে এবং আমার সন্তানদরেকে মূর্তপিূজা থকেে বাঁচান)[সূরা ইব্রাহমি, আয়াত: ৩৫] এজন্য জনকৈ সলফে সালহেীন বলতনে: "ইব্রাহমি আলাইহসি সালামরে পর আর কোন ব্যক্তি নজিকেে নরিাপদ ভাবতে পার।ে" তাই একজন বশ্বিস্ত বান্দা শর্কিকে ভয় করা ছাড়া গত্যন্তর নইে এবং তার প্রভুর কাছে তার তীব্র আগ্রহ হবে তনিি যনে তাকে শর্কি থকেে মুক্ত রাখনে। বান্দা ঐ সুমহান দোয়াটি করতে থাকবে যে দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শখিয়িছেনে: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم (হে আল্লাহ্! জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শর্কি করা থকেে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং অজ্ঞাতসারে করে ফলেলে ক্ষমা চাচ্ছি।)[আলবানী 'সহহিুল জামে' গ্রন্থে (৩৭৩১) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে।

পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে সেটি বড় শির্ক ও ছোট শির্কের স্বরূপগত পার্থক্য, প্রত্যেকে প্রকারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদে। পক্ষান্তরে, এ দুটোর হুকুমগত পার্থক্য হচ্ছে:

বড় শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির উপর ইসলাম ত্যাগ ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে, ছোট শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। বরং কখনও কখনও কোন মুসলিম ছোট শির্কে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তবুও সে ইসলামের উপরেই থাকবে। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি ভয়াবহ শংকার মধ্যে রয়েছে। কেননা ছোট শির্ক কবিরা গুনাহ। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: "আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অন্য কোন সত্তার নামে সত্য শপথ করার চেয়ে অধিক প্রিয়।" তিনি অন্য কোন সত্তার নামে শপথ করাকে (যেটা হচ্ছে ছোট শির্ক) আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করার চেয়ে জঘন্য নির্ধারণ করেছেন। অথচ এটি সুবিদিত যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা কবিরা গুনাহ।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা মহান আল্লাহ্‌র ইজ্জতের ওসিলা দিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তিনি যেন, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন। নিশ্চয় তিনি চিরঞ্জীব; যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না; জ্বিন ও ইনসান মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।